কর্মীদের মোবাইলেই বায়োমেট্রিক হাজিরা

রিনা ভট্টাচার্য

সময় বাঁচাতে মোবাইলভিত্তিক জিওফেন্সড বায়োমেট্রিক উপস্থিতি চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই ব্যবস্থায় কর্মীরা অফিস চত্বরের নির্ধারিত সীমার মধ্যে নিজেদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করেই উপস্থিতি নথিভুক্ত করতে পারবেন।

নবান্ন সূত্রে খবর, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরা যখন একসঙ্গে নিরাপত্তা বেষ্টনী পার করে অফিসে ঢুকতে যান, তখন বায়োমেট্রিক পর্যন্ত পৌঁছোতে অনেকটা সময় লেগে যায়। লিফ্‌টে নিজের নিজের দপ্তরে যেতেও সময় লাগে। জিওফেন্সড বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে এই সমস্যা থাকবে না। দপ্তর চত্বরে উপস্থিত হলেই কর্মীদের মোবাইলে এই সিস্টেম কাজ করতে শুরু করবে এবং উপস্থিতি নথিভুক্ত হবে।

কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর থেকে সম্প্রতি এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, হার্ডঅয়্যার-নির্ভর ব্যবস্থার পরিবর্তে এটি একটি সফ্‌টঅয়্যারভিত্তিক জিওফেন্সড বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে কয়েকটি দপ্তরে এই পদ্ধতিতে উপস্থিতি নথিভুক্তকরণ পরীক্ষামূলক ভাবে সফল হয়েছে। প্রশাসনের মতে, এই ব্যবস্থায় আলাদা হার্ডঅয়্যার বসানোর প্রয়োজন নেই। তুলনামূলক ভাবে কম খরচে এর বাস্তবায়ন সম্ভব।

রাতভর ধরপাকড়

● ১ পাতার পর

তারা সবাই গোলমাল পাকাতে এসেছিল সেদিনের র‍্যালিতে। শনিবার রাতে আরও ৩ জনকে ধরা হয়। ধৃতদের মধ্যে কারও বয়স ৫০, কারও ৪৮। সরকারি কৌঁসুলি আদালতে বলেন, ধৃতদের মধ্যে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সদস্য রয়েছে। ধৃতদের আইনজীবী ইয়াসিন রহমান, রাজা সেনগুপ্ত-সহ একাধিক আইনজীবী ধৃতদের জামিনের আবেদন করে বলেন, এরা কেউ দেশদ্রোহী নয়, আন্দোলনে এসেছিল মাত্র। আরও কয়েকজন অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। ইতিমধ্যেই গোলমালের ঘটনায় ৭০ জনকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। হেয়ার স্ট্রিট থানায় ছ'টি এবং এন্টালি থানায় একটি, মোট সাতটি মামলা দায়ের হয়েছে। ককরোচ জনতা পার্টির সঙ্গে এদের কোনও যোগ নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ। শনিবার দুপুরের পর রাতভর দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি চালায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের গুন্ডাদমন শাখা। জানা গেছে, কয়েকজন কলকাতার বাইরে পালিয়ে যাওয়ার ছক কষছিল। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ধৃতদের জেরা করে বাকিদের খোঁজ মিলেছে। সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ এবং যাদের গোলমাল পাকাতে দেখা গেছে, তাদের ছবি সংগ্রহ করেছে পুলিশ।

তাণ্ডব হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

● ১ পাতার পর

এ সব চোখে দেখা যায় না। এটা কোনও আন্দোলন নাকি? দিল্লিতে তো ওরা অনুমতি পায়নি, তাই অন্য জায়গায় আজাদির কথা বলে।' সংসদে আনা প্রশ্নফাঁস-বিরোধী বিল প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নরেন্দ্র মোদিজি বরাবর এ সব বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স'-এর নীতি নিয়ে চলেন। আন্দোলনকারীরা তাঁর প্রতি আস্থা রেখেছেন। তিনিও ব্যবস্থা নিচ্ছেন। গোটা দেশবাসীর আস্থা আছে। তিনি শুধু বিল আনা নয়, তা দ্রুত কার্যকর করার কথাও বলেছেন। বাকি বিস্তারিত তথ্য বিল পেশ হলে জানা যাবে। বিল পেশ বা অনুমোদনের আগে এর থেকে বেশি কিছু বলা উচিত নয়।'

আজাদি স্লোগান দিলে

● ১ পাতার পর

তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শমীকবাবু 'দায়িত্বশীল নেতা'। ওঁর এ ধরনের কথা বলা ঠিক নয়। যাঁরা দেশবিরোধী কথা বলবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনে কড়া ব্যবস্থা হোক। খারাপ স্লোগান, মারার বিধান দিতে পারি না।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'ধর্মতলায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছি। ঘটনায় আমাদের কোনও কর্মী যুক্ত ছিলেন না। তবু আমাদের কিছু কর্মীকে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা এর বিরোধিতা করছি।'

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

কার্গিল দিবসে শহীদদের শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার ছিল কার্গিল দিবস। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'অপারেশন বিজয়-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী বীর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সকল সদস্যকে আমার প্রণাম জানাই। শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

আজ শহরে বিজেপির মিছিল

আজকালের প্রতিবেদন

আজ, সোমবার শিয়ালদা থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রা। বিকেল ৩টেয় শিয়ালদা থেকে শুরু হবে মিছিল। মৌলালি, এসএন ব্যানার্জি রোড হয়ে মিছিল ডোরিনা ক্রসিং পৌঁছোবে। শুক্রবার ধর্মতলায় ছাত্র বিক্ষোভে সাংবাদিকদের মারধর, পুলিশকে আক্রমণ, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার প্রতিবাদে এই মিছিল। দলের উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলা এই মিছিলের আয়োজক। থাকবেন সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ-সহ অন্য নেতৃবৃন্দ। দলীয় পতাকা নেওয়া যাবে না। জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিলে যেতে হবে।

টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবস নিয়ে বৈঠক

আজকালের প্রতিবেদন

তৃণমূল ছাত্রপরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস পালনের প্রস্তুতি শুরু হল রবিবার। তপসিয়া তৃণমূল ভবনে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী এদিন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে বৈঠক করেন। কীভাবে কর্মসূচি পালিত হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত, গত বছর অনুষ্ঠান হয়েছিল মেয়ো রোডে। এদিনের বৈঠকে ছাত্রছাত্রীদের বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। আগামী ২৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠা দিবস। তাই এক মাস আগে থেকেই কর্মসূচি সফল করার জন্য প্রস্তুতি শুরু হল।

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-এর সম্প্রচার দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল, বিজেপি নেতা মেঘনাদ পাল-সহ অন্যরা। নন্দীগ্রামে, রবিবার। ছবি: যজ্ঞেশ্বর জানা

মৃতদের পরিবারকে চাকরি

● ১ পাতার পর

এর পাশাপাশি 'মিশন বাৎসল্য' প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শিশুদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে ৪০০০ টাকা স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। অনুষ্ঠানে বিগত সরকারের গাফিলতি ও উদাসীনতা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আগের আমলে মৎস্য দপ্তর ছিল কেবল নামসর্বস্ব ও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকার নিরাপত্তা কিংবা মৎস্যজীবীদের জীবনের কোনও সুনির্দিষ্ট দিশা তাঁদের ছিল না।' মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে কেন্দ্র সরকারের 'সাগরমালা-১' প্রকল্পের সুযোগকে কাজে লাগানো হয়নি। মৎস্যজীবীদের উন্নয়ন কিংবা উপকূলবর্তী এলাকার পরিকাঠামো গঠনে বিগত সরকার কোনও কাজ করেনি বললেই চলে। বর্তমান রাজ্য সরকার মৎস্যজীবীদের সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণে কেন্দ্র সরকারের 'সাগরমালা-২' প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে। সাগরমালা-২ প্রকল্পের অধীনে উপকূলবর্তী অঞ্চলে পরিকাঠামোগত প্রচুর কাজ করার সুযোগ রয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে মৎস্যজীবীদের সুবিধা ও সুরক্ষায় এই প্রকল্পের অধীনে বিশাল পরিবর্তন ও উন্নয়নের কাজ সাধারণ মানুষের চোখে পড়বে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

এদিন একগুচ্ছ আধুনিক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সমুদ্রযাত্রায় মৎস্যজীবীদের জীবন সুরক্ষিত করতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করতে শঙ্করপুর মোহনায় দীর্ঘ দিনের জমতে-থাকা পলি পরিষ্কার করে নাব্যতা সংস্কার করার বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে জোয়ার-ভাটার সময় ট্রলারগুলি কোনও বিপদে না পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলোচ্ছ্বাসের সময় মোহনা অঞ্চলে বারবার যে ধস ও ফাটল দেখা দেয়, সেই শঙ্করপুরে স্থায়ী ও মজবুত প্রতিরক্ষামূলক কাজ করার জন্য সেচ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি কোস্টাল পুলিশ থানাগুলিতে পর্যাপ্ত দক্ষ কর্মী নিয়োগ, গতিসম্পন্ন রেসকিউ বোট ও উদ্ধারকারী সরঞ্জাম সরবরাহ করে শক্তিশালী করা হবে। বিশেষ করে দিঘা, শঙ্করপুর এবং খেজুরি থেকে উদয়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত মেদিনীপুর উপকূলের সমুদ্র মোহনা অঞ্চলে সর্বক্ষণ নজরদারি ও জরুরি উদ্ধারকাজের জন্য বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ ৫০ জনের একটি কুইক রেসপন্স টিম তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন সেচ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপকুমার দাস, রামনগরের বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল, ডিআইজি (মেদিনীপুর রেঞ্জ) অমিতাভ মাইতি, জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার, পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা এবং পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। রাজ্য সরকারের এই তৎপরতা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার পরিকল্পনা মৎস্যজীবী সমাজে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। দিঘা ও শঙ্করপুর মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি প্রণব কর এবং স্বদেশরঞ্জন নায়ক মৎস্য বাণিজ্যের প্রসার ও সুরক্ষায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেন।

আসছেন তসলিমা, কলকাতায় হোর্ডিং

● ১ পাতার পর

সঞ্চালনায় ওসমান মল্লিক। জানা গেছে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাঁর নিরাপত্তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে, ৩১ জুলাই সন্ধেয় তসলিমা কলকাতায় আসবেন।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে তসলিমার বিরুদ্ধে আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল কলকাতা। তাঁর লেখা 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের জেরে সে-বছরেরই ২১ নভেম্বর কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। বার বার তিনি ফিরতে চেয়েছেন প্রিয় শহর কলকাতায়। সেই স্বপ্ন এবার সফল হতে চলেছে।

পুকুরে ডুবে নাবালকের মৃত্যু

খেলাধুলার পর পুকুরে স্নান করতে নেমে ডুবে মৃত্যু হল এক নাবালকের। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে পর্ণশ্রী থানা এলাকায়। মৃতের নাম আদিত্য সুব্বা (১২)। শান্তিপল্লির বাসিন্দা ওই নাবালক বেহালার একটি নামী বেসরকারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। এদিন সকালে খেলতে গিয়েছিল আদিত্য। তারপর সাড়ে ৮টা নাগাদ সে এক বন্ধুর সঙ্গে পর্ণশ্রী পল্লিতে গোপালকানন পুকুরে স্নান করতে নামে। হঠাৎই ডুবে যায়।

'হর ঘর তিরঙ্গা' স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচি

আজকালের প্রতিবেদন

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকার আগামী ৯ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের নির্দেশিকার ভিত্তিতে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ইতিমধ্যেই সমস্ত সরকারি দপ্তর, জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনার-সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠিয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জাতীয় ঐক্য ও দেশপ্রেম জোরদার করতে জেলা থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত তিরঙ্গা মিছিল, প্রভাতফেরি, সাইকেল র‍্যালি, দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুইজ, প্রবন্ধ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সরকারি ভবন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিরঙ্গা-থিমের আলোকসজ্জা এবং রঙ্গোলির আয়োজন করতে হবে। পাশাপাশি সরকারি দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমবেত ভাবে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া এবং সাধারণ মানুষকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে উৎসাহিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে সব সরকারি দপ্তর, জেলা প্রশাসন, পঞ্চায়েত, পুরসভা, কলকাতা পুরসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, যুব সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি জেলা ও কলকাতা পুর এলাকার জন্য দেড় লক্ষ এবং কালিম্পঙের জন্য ২০ হাজার জাতীয় পতাকা সরবরাহ করবে কেন্দ্র। কর্মসূচির জন্য জেলা, মহকুমা, ব্লক, পুরনিগম ও পুরসভাগুলিকে নির্দিষ্ট হারে আর্থিক বরাদ্দও করা হয়েছে। কর্মসূচি শেষে ছবি, ভিডিও এবং অংশগ্রহণের রিপোর্ট তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জমা দিতে বলা হয়েছে।

শ্রীলেখার নামে অভিযোগ দায়ের

আজকালের প্রতিবেদন

নিট-কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার ২৪ জুলাই কলকাতার রাস্তায় একজোট হয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন সাধারণ মানুষ। সেই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রর হাতে থাকা একটি পোস্টারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুরুচিকর ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে পুলিশ পুরো বিষয়টি প্রাথমিক অনুসন্ধান করে খতিয়ে দেখছে। তারপরেই শ্রীলেখার বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করা হবে কি না, তা চূড়ান্ত করা হবে। আপাতত অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গ, উস্কানিমূলক আচরণে প্রকাশ্য সমর্থন ও মানহানির ধারায় পুলিশে অভিযোগ জমা পড়েছে। বিজেপি নেত্রী কেয়া

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিতর্কিত পোস্টার

হয়েছিল। এমনই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা ছাড়াও একাধিক জেলার বিভিন্ন থানায় একের পর এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আনন্দপুর থানায় শ্রীলেখার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগটি দায়ের করেছেন বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে জমা পড়া সমস্ত অভিযোগ গ্রহণ করা ঘোষ জানিয়েছেন, তিনি শ্রীলেখাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং আইনের নিয়ম মেনে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন পুলিশের কাছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে শ্রীলেখা মিত্র বলেছেন, 'আমি চশমা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম। মোদিজির ছবিটা যে অশ্লীল, সানগ্লাস পরে অত ভিড়ের মধ্যে সেদিকে চোখ যায়নি।'

দক্ষিণ কলকাতার মুদিয়ালি ক্লাবের উদ্যোগে এলাকা পরিষ্কার, সবুজ এবং প্লাস্টিকমুক্ত রাখার প্রয়াস হিসেবে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করলেন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত-সহ ক্লাবের সদস্যরা। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ভুল চিকিৎসায় হাত হারানো ডায়মন্ড হারবারের শিশু রুমা মান্নার অভিভাবকের হাতে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন অর্থমন্ত্রী। রবিবার। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ চৈতন্যচর্চার উপকেন্দ্র

আজকালের প্রতিবেদন

চৈতন্য বৈষ্ণব দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণাকে নতুন মাত্রা দিতে কলকাতায় চালু হল শ্রীচৈতন্য চর্চার উপকেন্দ্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে এবং ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার (বিআরসি) কলকাতার সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করল 'ভক্তিবেদান্ত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর চৈতন্য বৈষ্ণব স্টাডিজ' (বিআইসিইসিভিএস)। সম্প্রতি মতিলাল নেহরু রোডে অবস্থিত ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আশুতোষ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মৌ দাশগুপ্ত, কেন্দ্রের অধিকর্তা অধ্যাপক ড. কমলকিশোর মিশ্র এবং ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ড. সুমন্ত রুদ্র।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, 'এই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য হবে চৈতন্য বৈষ্ণব অধ্যয়নকে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও সুসংহত করা।' ড. কমলকিশোর মিশ্র বলেন, 'গবেষণা, উচ্চশিক্ষা, প্রাচীন পুঁথি ও নথির সংরক্ষণ, প্রকাশনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করবে এই কেন্দ্র।' ড. সুমন্ত রুদ্র বলেন, 'এই গবেষণা কেন্দ্র ভবিষ্যতে দেশ-বিদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাডেমিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। গবেষণা কেন্দ্রটি ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বিশিষ্ট প্রাক্তনী এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতির উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চৈতন্যচর্চার উপকেন্দ্র উদ্বোধনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আশুতোষ ঘোষ, অধ্যাপক ড. মৌ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক ড. কমলকিশোর মিশ্র এবং ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ড. সুমন্ত রুদ্র। ছবি: আজকাল

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

জোনাল অফিস, শিলিগুড়ি
হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-নিলাম বিক্রির নোটিস

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ: ২৯.০৮.২০২৬

২৯.০৮.২০২৬ তারিখে দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে প্রতি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে https://www.baanknet.com ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ই-নিলাম আয়োজিত হবে।
ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময়: ২৯.০৮.২০২৬, বিকেল ৪টে পর্যন্ত

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) বিক্রির ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ইউকো ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক প্রতীকী/ বাস্তবিক দখল [নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির বর্ণনার পাশে প্রযোজ্যমতো দখলের প্রকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে] নিয়েছেন এবং এই ব্যাঙ্কের বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'সেখানে যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে ২৯.০৮.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে।

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ

ক্রম নং	শাখা এবং অ্যাকাউন্টের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর/ শাখা প্রবন্ধকের নাম ও যোগাযোগের নম্বর	সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম	ক) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি / বিড বাড়ানোর মূল্য	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
১.	**শাখা:** ফুলবাড়ি (৩২৭৯) **ঋণগ্রহীতার নাম:** শ্রী অভিজিৎ ঘোষ **জামিনদার:** শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা সেন ঘোষ **অ্যাকাউন্ট নং:** 32790610004975 **শাখা প্রবন্ধক:** আশুতোষ ভাস্কর **যোগাযোগের নম্বর:** ৭৭৮৩৮৪৪০৪৪	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৮১৭৭ এবং ৮১৮১, আর এস খতিয়ান নং ৫৭৬৬, জে এল নং ১১০(৮৮), হোল্ডিং নং ৬০/৫৩৪/২/১৮৪, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার অধীনে ওয়ার্ড নং ৬, হিল কার্ট রোড, পোঃঅঃ- শিলিগুড়ি, মৌজা- শিলিগুড়ি, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, থানা, মহকুমা এবং এডিএসআর শিলিগুড়ি, বিএল এবং এলআরও শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল এলাকা, জেলা- দার্জিলিং, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ-তে অবস্থিত একটি জি+৪ তলা আবাসিক তথা বাণিজ্যিক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৫৩.০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ড আপ এরিয়া সহ) পরিমাপের দোকানঘর (মার্বেলের মেঝে) এবং তার সঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের জমি, যার দলিল নং ০৪০২০২৬৪৬, তারিখ ২৮.১২.২০১৫। জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ১২.৫০ ছটাক। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- ১৬ ফুট চওড়া এস এম সি রাস্তা; **দক্ষিণ**- শ্রী অভিজিৎ ঘোষের সম্পত্তি; **পূর্ব**- প্রয়াত কালাচাঁদ ঘোষের দোকান; **পশ্চিম**- শ্রী সন্তোষ গুপ্তর দোকান। সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী অভিজিৎ ঘোষ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ₹১৪,২৩,০৩১.৭১ তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, ব্যয় ও খরচ খ) ২৪.১২.২০২৫ গ) ২৫.০৩.২০২৬	₹২৪,০০,০০০.০০ ₹২,৪০,০০০.০০ ₹১০,০০০.০০	২৯.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ২৮.০৮.২০২৬ বিকেল ৪টে	২৯.০৮.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা প্রতি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে
২.	**শাখা:** কোচবিহার (০৮২৮) **ঋণগ্রহীতার নাম:** শ্রী ধৃতিমান বর্মণ **অ্যাকাউন্ট নং:** 08980610006986 **শাখা প্রবন্ধক:** রাজেশ সাওয়াইয়াঁ **যোগাযোগের নম্বর:** ৭৬৬৭৫৭৭৬৯০	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৩৬৫৮ এবং এল আর প্লট নং ৪৪০০, আর এস খতিয়ান নং ১১২৬ এবং এল আর খতিয়ান নং ১০০২০, জে এল নং ৮৯, থাক নং ৯৬৩, গুঞ্জাবাড়ি নর্থ, শিলিগুড়ি রোড বাই লেন, ওয়ার্ড নং ০১, মৌজা- খাগড়াবাড়ি, থানা- কোতোয়ালি, নিবন্ধিত অফিস- এডিএসআর- সদর কোচবিহার, জেলা- কোচবিহারে অবস্থিত, যার নিবন্ধিত দানদলিল নং I-৫৩৫, তারিখ ২২.০১.২০১৫। জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ০.০২৫ একর (২.৫ ডেসিমেল)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- শ্রী ভূপেন্দ্র মোহন বর্মণ; **দক্ষিণ**- শ্রী বাদল পাল; **পূর্ব**- শ্রী তারিণীকান্ত রায় এবং অন্যরা; **পশ্চিম**- ৫ ফুট চওড়া গলি পথ। সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী ধৃতিমান বর্মণ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ₹১১,০৮,৬১২.৪২ তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, ব্যয় ও খরচ খ) ২৮.০৭.২০২৫ গ) ০১.১১.২০২৫	₹২২,১২,০০০.০০ ₹২,২২,০০০.০০ ₹১০,০০০.০০	২৯.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ২৮.০৮.২০২৬ বিকেল ৪টে	২৯.০৮.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা প্রতি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে
৩.	**শাখা:** কোচবিহার (০৮২৮) **ঋণগ্রহীতার নাম:** শ্রীমতী রিনা দাস **অ্যাকাউন্ট নং:** 08280510000939 **শাখা প্রবন্ধক:** রাজেশ সাওয়াইয়াঁ **যোগাযোগের নম্বর:** ৭৬৬৭৫৭৭৬৯০	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৭৫৯২ এবং এল আর প্লট নং ১০২৪৮, আর এস খতিয়ান নং ১৯৯২ এবং এল আর খতিয়ান নং ২০৬৫৬, জে এল নং ১৩০, থাক নং ৯১৪, তৌজি নং ১৫৭৬, বি এস রোড, হাজরাপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, মৌজা- শহর কোচবিহার, থানা- কোতোয়ালি, নিবন্ধিত অফিস- ডিএসআর- কোচবিহার, জেলা- কোচবিহারে অবস্থিত, যার নিবন্ধিত দলিল নং I-৮৮১৫, তারিখ ১৪.১২.২০১৫। জমির পরি